

প্রাথ. বিদ্যা. দফতরি নিয়োগ
নীতিমালার বিরুদ্ধে মামলা

প্রতিনিধি, কেশবপুর (যশোর)

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দফতরি কাম প্রহরী
নিয়োগ নীতিমালার বিরুদ্ধে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা
মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারিসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে
হাইকোর্টে মামলা হয়েছে। গত ১৪ ডিসেম্বর
যশোরের কেশবপুর উপজেলার দৌরমটিয়া গ্রামের
মত নিয়ান্ত আলীর ছেলে আয়ুব আলী বাদী হয়ে
মামলাটি করেছেন। যার নং ১৮৭১০/১৭। তারিখ
১৪-১২-২০১৭। বিজ্ঞ আদালত মামলাটি আমলে
নিয়ে বিবাদীদের বিরুদ্ধে রুলনীতি জারিসহ ৪
সপ্তাহের মধ্যে কারণ দর্শানোর আদেশ দিয়েছেন।
বাদী তার আদেশের উল্লেখ করলেও, কেশবপুর
উপজেলার ৩১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে
দফতরি কাম প্রহরী পদে নিয়োগের জন্য যশোর
থেকে প্রকাশিত দৈনিক গ্রামের কাগজে গত ৭-১২-
২০১৭ তারিখে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ২৮ ডিসেম্বর
নিয়োগ ভোর্ডে হওয়ার কথা। ইতোমধ্যে উপজেলা

প্রশাসন নিয়োগের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। দফতরি কাম প্রহরী পদে নিয়োগ বিধিতে উল্লেখ রয়েছে, দফতরি কাম প্রহরী পদে নিয়োগের জন্য ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি নিয়োগ কমিটি হবে। এতে

কেশবপুর

সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের সভাপতি, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, শিক্ষা অফিসার, সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি ও উপজেলা চেয়ারম্যানের প্রতিনিধি থাকবেন। এ নিয়োগ কমিটি প্রার্থীদের মধ্যে থেকে ও জনের একটি প্যানেল তৈরি করবেন। সবাই সমমর্যাদা সম্পন্ন। এ ও জনের মধ্যে থেকে সংসদ সদস্য ১ জনের নাম সুপারিশ করবেন। কিন্তু এ বিধি লঙ্ঘন করে প্রার্থ্যিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-২ অধিশাখা এর

২৬/০৩/১৫ তারিখের স্মারক- ৩৮. ০০২. ০১৫.
০০. ০০. ০২৪. ২০১০(অংশ-১)১১৫ নং
পরিসংখ্যের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দফতরি
কাম গ্রহরী পদে আউট পোস্টিংয়ের মাধ্যমে জনবল
নির্ণাণে নীতিমালা সংশোধনের ৭(২) অনুচ্ছেদে
বর্ণিত তালিকা হতে সংসদ সদস্য একজনকে
নিয়োগের জন্যে সুপারিশ করবেন।

তার সুপারিশই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। উল্লেখিত কথামতো অসাংবিধানিক এবং বাস্তবযোগ্য দাবি করে উপজেলার দোরমুটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি আয়্য. আব্দুস আলী বাদী হয়ে হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশনটি দাখিল করেন। বিবাদীরা হলো, সচিব, আইন ও বিচার বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, জেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা।

[illegible]